টেক্সট বুক বোর্ড থাকবে না : মজিদ

বেসরকারী পর্যায়ে পাঠ্যবই রচনা করতে দেয়া হবে

শিক্ষা ও ধর্মবিষয়কমন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান বলেছেন, পাঠ্যপুস্তকের সার্বিক মানোন্নয়নের জন্য সরকার মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বেসরকারী পর্যায়ে পাঠ্য বই রচনা উৎসাহিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তিনি বলেন পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য যোগ্য গ্রন্থপ্রণেতাদের আহ্বান জানানোর সিদ্ধান্তের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ছাত্রদেরকে উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা। তিনি আরও বলেন নির্বাচিত বইপুস্তক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রকাশ করতে দেয়া হবে।

বাসসের খবরে প্রকাশ শিক্ষামন্ত্রী শুক্রবার জাতীয় শিক্ষা প্রশাসন, সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী সিনিয়র শিক্ষা অফিসার ও শিক্ষকদের সার্টিফিকেট বিতরণী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছিলেন। অতিরিক্ত শিক্ষাসচিব জনাব হেদায়েতুল হক এবং ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ডঃ এম এন হকও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

বেসরকারী পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক রচনার বিষয়টি ব্যাখ্যা করে ডঃ মজিদ খান বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় শুধু পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবে এবং পাঠ্যবই রচনা ও মুদ্রণে একচেটিয়া কারবার যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। তিনি বলেন সারা দেশে শিক্ষক, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত যাচাই করে নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের উপর উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক

(শেষ পৃঃ ৮-এর ক কঃ)

পাঠ্যবই

(১ম পৃঃ পর)

বা পুস্তকসমূহ বাছাই করা হবে।

তিনি বলেন আমাদের আর টেক্সট বুক বোর্ড থাকবে না। এই বোর্ড প্রতিবছর সাড়ে তিন কোটি টাকা লোকসান দিচ্ছে।

শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন বর্তমান সরকার ধনী গরীব নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্য উন্নত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বদ্ধ পরিকর। অন্যান্য মৌলিক অধিকারের মত জনগণের শিক্ষার অধিকার রয়েছে।

শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে মন্ত্রী বলেন সকল পর্যায়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও পুনঃপ্রশিক্ষণ জোরদার করা হবে। তিনি আশ্বাস দেন, শিক্ষকতা পেশায় সব শূন্যপদ পূরণ করা হবে। তিনি বলেন শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও গবেষণার পেছনে অর্থ বরাদ্দও বাড়ান হবে। তিনি উল্লেখ করেন। আমাদের ছাত্ররা যাতে বিদেশের ছাত্রদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে সেজন্য সরকার ইংরেজীর ওপর ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করার কথা ভাবছেন।

উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে সরকারের দৃঢ় সংকল্পের কথা পুনর্ব্যক্ত করে মন্ত্রী বলেন শিক্ষাকে আরও অর্থবহ করে তোলার জন্য আমরা শিক্ষার মর্মবস্তুকে পরিবর্তন করতে চাই।

কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের দেয়া প্রস্তাবসমূহের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন বেশ কয়েকটি প্রস্তাব নীতিগতভাবে মেনে নেয়া হয়েছে। তিনি আশ্বাস দেন যে শিক্ষকরা যতদিন তাদের দায়িত্ব পালন করে যাবেন ততদিন তাদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দেয়া হবে।